বরাবর

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষনঃ সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বিষয়ঃ নগর উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-11) এর আওতায় গাইবান্ধা পৌরসভার মার্কেটের ল্যাট্রিন দোকান ঘর হিসেবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাত, নিয়োগ বানিজ্য ও ভাউচারের মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি টাকা সহ প্রায় ১০-১২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব

যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শণ পূর্বক সবিনয়ে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ গাইবান্ধা পৌরসভার একজন সচেতন নাগরিক। পৌরসভার একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পৌরসভার উন্নয়ন এর বিষয়ে আমাদের সু দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। দেশ রত্ন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অক্লান্ত পরিকল্পনায় ব্যস্ত অথচ গাইবান্ধা পৌরসভার মেয়র অগাধ দূর্নীতি কায়েম করার অভিপ্রায়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাই আমরা দেশ রত্ন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে গাইবান্ধা পৌরসভার দূর্নীতিবাজ মেয়রের দূর্নীতির কিছু অংশ আপনার বরাবরে জানাচ্ছি যে, নগর উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-11) এর অর্থায়নে নির্মিত পৌর সুপার মার্কেটের নীচ তলায় মাকের্টে আগত জনসাধরণের ব্যবহারের নিমিত্তে ২ টি টয়লেট নির্মিত হয়। উক্ত টয়লেট ব্যবসায়ি ও জনসাধারণ ব্যবহার করে আসছে। বর্তমান পরিষদ দায়িত্ব নেওয়ার পরেই এপ্রিল/২০২১ মাসে উক্ত ল্যাট্রিণ ২(দুই)টি সম্পুর্ণ আইন বহির্ভুতভাবে ৪২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। যাহার অর্থ মাত্র ৫ লক্ষ টাকা পৌরসভার তহবিলে জমা প্রদান করেন। অবশিষ্ট অর্থ মেয়র সাহেব আত্মসাৎ করেন। উল্লেখ থাকে যে, দোকান ঘর ২টি বরাদ্দের ক্ষেত্রে দোকান ঘর বরাদ্দ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় নি। ফলে পৌরসভা মোটা অংকের টাকা ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। আরও উল্লেখ থাকে যে, ১০ বছর পূর্বে নীচ তলায় দোকান ঘর বরাদ্দের সেলামীর টাকার পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ টাকা। অথচ ১০ বছরে টাকার মান উন্নয়ন হলেও উক্ত দোকান ঘরের সেলামীর মূল্য বৃদ্ধি না হয়ে আরও ১ লক্ষ টাকা কম হয়েছে। ইহাতে প্রমানিত হয় যে, দোকানঘর ২ টি যোগসাজস করে মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করার প্রভিপ্রায়ে সকল প্রকার নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দোকান ঘর বরাদ্দ প্রদান করেছে। ল্যাট্রিণ ২ টি দোকান ঘরে পরিনত করায় একদিকে যেমন পৌরসভা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অন্যদিকে মার্কেটের ব্যবসায়ীগণ ও মার্কেটে আগত জনসাধারণ স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের শর্ত ভঙ্গ করায় পৌরসভা বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব ও অনুমোদন হতে বঞ্চিত হবে বলে সর্বস্তরের জনসাধারণ আশংকা করছে। তাছাড়াও বিস্তারিত অভিযোগ সমূহ পূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবরে দাখিল করছি।

অভিযোগ সমুহঃ

১। ৮.৫০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আনুতোষিক বকেয়া থাকা সত্ত্বেও ভুল তথ্য দিয়ে কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র নিয়ে প্রতি পদে ২৫-৩০ লক্ষ করে টাকা নিয়ে নামে মাত্র নিয়োগ কার্যক্রম দেখিয়ে ১ম দফায় ১১ জন লোক নিয়োগ দিয়েছে। মেয়র সাহেবের তথা কথিত ২য় স্ত্রী (ভুয়া ঠিকানা দিয়ে) , ভাগ্নে বউ, ভতিজি, ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলের ভাই, ৪.৫.৬ নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরের ছেলে, নিম্ন মান সহকারির মেয়ে, উপ-সহকারি প্রকৌশলীর ভাগ্নে সচিবের ভাগ্নিসহ সকল পদেই নিজস্ব লোক নিয়োগ করেছে। উল্লেখ থাকে যে, নিয়োগকৃত কর্মচারীগণ অধিকাংশই দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মেয়র সাহেবের স্ত্রী নামীয় শারমিনকে নিজের ঘারের বোঝা সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী কর আদায়কারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে জোড় পূর্বক বিয়ে দিয়েছে এবং তাহাকে আবার পুর্বের স্বামীর এলাকায় বদলীও করে দিয়েছে। ২য় দফায় ৩ টি পদে ছাড়পত্র নিয়ে মোট ৮ জন লোক নিয়োগ দিয়েছে। অর্থাৎ ৫জন লোক ছাড় পত্র ছাড়াই নিয়োগ দিয়েছে। যদিও ছাড়পত্র ছাড়া নিয়োগ প্রদান করার কোন বিধান নাই তবুও শক্ত খুটির বদৌলতে সকল প্রকার আইন উপেক্ষা করে এহেন দূনীর্তি বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। টিকাদানকারী ১জনকে নিয়োগ দিয়েছে তাহার বয়স শেষ হওয়ায় প্রতিবন্দি দেখিয়ে বয়সের সমতা করে নিয়োগ দিয়েছে। নিজের এলাকা এবং দেশের বাড়ীর এলাকার লোক। সকলের নিকট ২৫লক্ষ হতে ৩৩ লক্ষ(সার্ভেয়ার পদে) টাকা নিয়েছে। আবারও ১৪ জন লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া করছে। এখনও প্রায় ১৫-২০ জন এর নিকট হতে ২০-২৫ লক্ষ টাকা নিয়োগের জন্য অগ্রীম নিয়েছে।

২। মন্ত্রণালয়ের শর্ত অনুযায়ী ৬ জন মাষ্টার রোল নিয়োগের ক্ষমতা থাকলেও তিনি ২১০ জন নিয়োগ দিয়েছেন। নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এ শর্ত থাকলেও তা বাদ দিয়েই এ নিয়োগ বাস্তবায়ন করেছে। অতিরিক্ত মাষ্টার রোল কর্মচারী নিযোগ করে পৌরসভার প্রতি মসে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিসাধন করছে। এমনকি দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীকে স্থায়ী পদের দায়িত্ব দিয়ে পৌরসভার প্রশাসনিক কাঠামোর মান ক্ষুন্ন করছে।

৩। পৌরপরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে (কাউন্সিলর) হাতে রাখার জন্য প্রতি মাসে তাদেরকে পৌরসভা হতে ভাউচার বিলের মাধমে ২-৩ লক্ষ টাকা ওঠানো হচ্ছে। তাছাড়াও নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা ভাওচার বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করেছে।

চলমান পাতা -০২

মাননীয় মন্ত্রীর নিকট
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মন্ত্রীর একান্ত সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
মন্ত্রীর দপ্তর
ডায়েরী নং
তারিখ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) যুগ্মসচিব
২) নগর উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) পৌরসভা অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডায়েরি নং
তারিখ
স্বাক্ষর

স্থানীয় সরকার বিভাগ
১। যুগ্মসচিব (নঃ উঃ-২) ৫। উপসচিব (সিঃ কঃ-২)
৩। যুগ্মসচিব (নঃ উঃ-৩) ৬। সিঃ সহঃ সচিব (নঃ উঃ-১/২)
ডায়েরী নং
তারিখ
যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন)

৪। মেয়র সাহেব এর ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হাট বসানোর নাম করে ৬০-৬৫ লক্ষ টাকা পৌরসভা হতে ব্যয় করে মাটি ভরাট করছেন।

৫। ১৪৩০ বাংলা বর্ষে হাট বাজার ইজারা দিয়েছেন বাকিতে। সেখানেও তার ভাগ্নেকে দিয়েছে। ৯ মাস অতিবাহিত হলেও আজও বাজারের টাকা বকেয়ায় আছে। তাছাড়াও বাস টার্মিনাল ইজারাও বাকিতে দিয়েছে।

৬। পৌরসভার অফিস ভবনের পিছনে ও স্টেশন রোড সংলগ্ন আয়ুবেদী মার্কেটে প্রায় ৪০টি দোকান ঘর নির্মাণ করার ফলশ্রুতিতে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা করে নিয়ে পৌরসভায় নামে মাত্র ২-১ লক্ষ টাকা সেলামী জমা দেওয়ার পায়তারা করছে।

৭। ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে এ্যাসেসমেন্ট নিজের ইচ্ছে মত ট্যাক্স নির্দ্ধারন করেছেন। নিজেদের লোকজনের ট্যাক্স কম করে অন্যান্য ট্যাক্স হোল্ডারদের ট্যাক্স আকাশ ছোয়া করেছে। তা ছাড়াও ট্যাক্স নির্ধারন হওয়ার পরেও নিজস্ব লোকজনদের আপিল কার্যক্রম এখনোও চলছে।

৮। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয় সহায়তা তহবিলের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ কোন প্রকার দর পত্র ছাড়াই কোন কাজ না করেই কোটেশনের মাধ্যমে ১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

৯। বর্নিত অভিযোগ ছাড়াও ক্যাশ বহি ব্যাংক হিসাব সুচারুভাবে তদন্ত করিলে আরও বড় ধরনের আত্মসাতের প্রমান পাওয়া যাবে।

১০। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর উপরোক্ত দূর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাতকৃত টাকা দিয়ে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

উপরোক্ত অভিযোগ সমুহ তদন্ত করলে আরও অনেক অনিয়ম ও দূর্নীতি প্রতীয়মান হবে।

এমতবস্থায় বর্ণিত বিষয়ে সঠিক তদন্ত করে পৌরসভার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ বন্ধ, মাষ্টার রোল ছাটাই, নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলসহ আত্মসাতকৃত অর্থ পৌর হবিলে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

বিধায় প্রার্থণা এই যে, উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি সদয়বান হয়ে প্রকল্পের অর্থ দ্বারা নির্মিত ল্যাট্রিন ভেঙ্গে দোকানে পরিনত করার বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক আত্মসাৎকৃত অর্থ পৌর তহবিলে জমা প্রদন সহ মাষ্টারল ছাটাই, নিয়োগকৃত কর্মচারী ছাটাই ও আত্মসাতকৃত অর্থ পৌর কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ বর্ণিত অভিযোগ সমুহ সার্বিক তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

তারিখঃ ১১/০১/২০২৪ইং

নিবেদক

মোঃ শামিউল ইসলাম
পিতাঃ মৃত মোবাসের আলী
দক্ষিণ ধানঘড়া ৩নং ওয়ার্ড
গাইবান্ধা পৌরসভা।

নুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরিত হইল।

১। চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা।
৩। পরিচালক, দূর্নীতিদমন কমিশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক নগর উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-111) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আগাগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৬। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৭। পরিচালক, স্থানীয়র সরকার,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৮। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
৯। উপপরিচালক (উপসচিব) স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।